মেহেরপুরের আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সোমবার সকাল দশটার দিকে আমঝুপি মউক হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান (সিএএমপিই) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। সমাজ সেবক মোঃ শহিদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

সভায় সাক্ষরতা দিবসের উদ্দেশ্য ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম,আব্দুর রকিব ও আকতার হোসেন। সভায় ধারনা পত্র উপস্থাপনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মেদ। আলোচনার আগে একটি র্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সভায় মেহেরপুর জেলায় সাক্ষরতার হার, বর্তমান মেহেরপুরের ঝরেপড়া রোধ ও সার্বিক বিভিন্ন বোর্ড পরিক্ষার ফলাফলের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
‘প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার প্রসার’ প্রতিপাদ্যে দিবসটি উপলক্ষে

র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসন ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সুরাজুজ্জামান, সরকারি কলেজের প্রভাষক আশরাফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেকেন্দার আলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে সামাজিক সংগঠন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক (এসডিডব্লিউ)-এর আয়োজনে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সংগঠনের সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে এবং আব্দুস সাত্তার মুক্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, এসডিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, সদস্য তুহিন, মীর আব্দুল আলিম বকুলসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। শিশুদের জন্য ৫০ মিটার দৌড়, মোরগ লড়াই, বিস্কুট দৌড়ের মতো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রিকশা-ভ্যানচালক ও শ্রমিকদের ১০০ মিটার দৌড়, বয়স্কদের হাড়িভাঙ্গা খেলা, সবার জন্য উন্মুক্ত কলা গাছে ওঠা, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন ছিল।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাইফুর রহমান মিলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ রাজু আহমেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নুরুন্নাহার খাতুন এবং শিক্ষার্থী এশা মনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার

মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শিক্ষক খলিলুর রহমান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করেছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এর আগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. তারিক আজিজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক শেখ মোস্তাক আলী।

প্রফেসর ড. বখতিয়ার উদ্দীন তার বক্তব্যে জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ যেখানে মানুষ মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে, এবং অফিস-আদালতসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও বলেন, ৩৬ জুলাই যেমন আনন্দের, তেমনি বেদনার দিনও বটে। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্বজনীন পেনশন স্কিমকে কেন্দ্র করে। পরে এটি ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রদের কোটা ও

অন্যান্য যৌক্তিক দাবির মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন ছিল না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের এটি ছিল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের যৌথ প্রয়াস।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ছাত্ররা কোনো দলের বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি না করে নিজেদের স্বাধীন চেতনায় দেশের কল্যাণে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একদিন এগিয়ে আনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই সরকারের বর্বরতা সমর্থনযোগ্য নয়—সে সময় সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণই ছিল তার প্রমাণ।

তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল প্রকার বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই বিপ্লবে নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মেহেরপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে নির্মাণাধীন ‘জুলাই অভ্যুত্থান শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং

শিক্ষার্থীরা।

সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আখতারসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

আজ ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় শহীদ দিবস

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় স্থানীয় শহীদ দিবস। দিনটি উযাপন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আজ সকাল ৮টায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত ৮জন মুক্তিযোদ্ধার সৃস্মিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান রতনপুর ও বাগোয়ান গ্রামের মাঝামাঝি মাঠে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে সমর সম্মুখ যুদ্ধে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। এ যুদ্ধে ৭জন প্রাণে বেঁচে যায় ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

পাক হানাদার বাহীনির সাথে সমর সম্মুখ এ যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ব্রাস ফায়ার ৮জন নিহত হয়। নিহতরা হলেন,শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান, আবুল কাশেম, রবিউল ইসলাম, কিয়ামুদ্দিন, আফাজ উদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, রওশন আলম, খালেদ সাইফুদ্দিন ও আহম্মেদ তারেক।

যুদ্ধে নিহত ৮জনের লাশ দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে কিতাব হালদারের জমিতে চাপা মাটি দেয় পাক-হানাদার বাহিনী। এরপর ১৯৯৮ সালে ৮কবর স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করা হয়। এরা পর থেকে আট কবর নামে এ স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। আটকবর স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পতাকা,মুক্তিযোদ্ধা পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলেন জানান দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার তীথি মিত্র।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট বাগোয়ান গ্রামের রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগিরা ভারতের ভাতগাছী ও ব্রম্মনগর সীমান্তে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা সংবাদে দেয় পাকবাহীনি রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে রাজাকাররা।
এ খবর পেয়ে ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে রওনা ৪টার দিকে বাগোয়ান ও রতনপুর মাঠে পৌঁছায়। এদিকে আগে থেকে রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগীদের প্লান অনুযায়ী নাটুদহ ক্যাম্পের পাক হানাদান বাহিনী ইংরাজী ইউ (ট) আকৃতিতে আবস্থান বা ওৎ পেতে ছিলো।

এ সময় ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠে পৌছালে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে ঊঠার আগে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী তিন দিক থেকে বৃষ্টিরমত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলাগুলির এক পযার্য় মুক্তি বাহিনীর গুলা বারুদ শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাকি ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। যরে যুদ্ধ শেষে পাক-বাহিনী ৮জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ গুরুর গাড়িতে করে নিয়ে নাটুদহের জগন্নাথপুর গ্রামের নিকট মাঠে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের যানাজা করতে চাইলে পাক-হানসাদার বাহিনী তাদের যানাজা করতে দেয়নি। গণকবর দেওয়া সেই ৮জন মুক্তিযোদ্ধার কবরটি ৮ কবর নাম পরিচিতি পায়।

১৯৯৮ সালে ৬৬ শতক জমির উপর তৎকালিন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একাট স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করে দেন। এবং বর্তমান সরকারের চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যাদু ঘর নিমার্ন করে দিয়েছেন।

এ আট কবরটি ৩৩ শতক জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ১১২টি গাছের ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে আট কবর সৃস্মি স্তম্ভটি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা

আগামী ৫-ই আগষ্ট ” জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন এর সভাপতিত্বে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ” জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ” যথাযথভাবে উৎযাপনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী ০৫ -ই আগষ্ট সকাল ১০ টা জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সকাল ১১ টা আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুজিবনগরে উপজেলা দিবস ও

উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মুজিবনগর সমৃদ্ধি শাখার উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী, উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজ, কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কিশোর কিশোরী, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্টলের মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রতিটা ইভেন্ট হতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সোহেল রানাকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুল আলম এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী
হাসানুজ্জামান, সহকারি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, রহিম আক্তার। সভাপতি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস উৎযাপন করলো রোভার

বাংলাদেশ স্কাউটস চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনায় শনিবার সকাল দশটায় জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস উৎযাপন উপলক্ষে জুলাই আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে র্যালি,রক্তদান কর্মসূচি, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, পোস্টার ও দেয়ালিকা প্রকাশ, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে চিত্রাঙ্কন,ফটোগ্রাফি ও ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শন প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনব্যাপী প্রোগ্রামে অফিসার অব দা ডে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সাবেক সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার(সংগঠন ও বিধি) জাহিদুল হাসান(এএলটি)। দিনব্যাপী এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক আব্দুর মুর্কিত জোয়ার্দ্দার(এএলটি), চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার(ভূ-সম্পত্তি) ও অধ্যক্ষ নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজ আবু নাসির(উডব্যাজ), চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ লিয়াকত আলী(উডব্যাজ), চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিধি এমদাদ হোসেন(উডব্যাজ), চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক শাফিউল ইসলাম, হেলেনা নাসরিন(উডব্যাজ)।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সম্মানিত ইউনিট লিডার ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী এ আয়োজনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রোভার ও গার্ল ইন রোভার অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল থেকে প্রেরিত জুলাই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট

লিডার, রোভার এবং গার্ল ইন রোভারদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।